দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৬ ...

গোমস্তাপুরে খুঁড়িয়ে চলছে হোগলা প্রতিবন্ধী স্কুল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদর থেকে প্রায় ২৫ কি. মি. উত্তর পশ্চিমে ও গোমস্তাপুর উপজেলা সদর থেকে ৯ কি.মি. দক্ষিণ পূর্বে হোগলা গ্রামে প্রতিবন্ধীদের স্কুল। স্কুল বলতে একটি টিনের ছাউনি। চারদিকে বাঁশের বেড়া তাও ভেঙে গেছে

■ গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) সংবাদদাতা

ওদের কারো বয়স ৮ কারো ১০ আবার কারো ১৬/১৭, এমনকি কেউ আরো বেশি বয়সের। কেউ বাক, কেউ দৃষ্টি, কেউ শারীরিক আবার কেউ বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। সবাই একসঙ্গে বসে শৃঙ্খলভাবে পড়ালেখা শিখছে। ওরা সবাই দুস্থ ও গরিব পরিবারের সন্তান। এটি গোমস্তাপুর উপজেলার হোগলা প্রতিবন্ধী স্কুলের কথা। এটি বর্তমানে চলছে খুঁড়িয়ে। দেখার যেন কেউ নেই।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদর থেকে প্রায় ২৫ কি. মি. উত্তর পশ্চিমে ও গোমস্তাপুর উপজেলা সদর থেকে ৯ কি.মি. দক্ষিণ পূর্বে হোগলা গ্রামে প্রতিবন্ধীদের স্কুল। স্কুল বলতে একটি টিনের ছাউনি। চারদিকে বাঁশের বেড়া তাও ভেঙে উদোম হয়ে গেছে। একটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। চট বিছানো মেঝেতে বসে ১৭/১৮ জন ছেলে-মেয়ে শিক্ষকের কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহানারা খাতুন জানান, স্কুলটি ২০১২ সালে হোগলা প্রতিবন্ধী সংস্থার উদ্যোগে চালু হয়। শিক্ষক পাঁচজন। তারা বিনা পারিশ্রমিকে শিশুদের শিক্ষাদান করে আসছেন। মাঝে মাঝে স্থানীয় ব্যক্তিদের যে দান সহায়তা পাওয়া যায় তা চক, ডাস্টার, স্লেট, পেনসিলসহ শিক্ষা উপকরণ কিনতেই শেষ হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি। সমাজের বিত্তবান দানশীল মানুষ এবং সরকারি বেসরকারি দাতা সংস্থার সহযোগিতা পেলে উপজেলার একমাত্র এ প্রতিবন্ধী স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হবে। আলো ছড়াবে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে এমনি প্রত্যাশা স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকদের।